পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিপিটি)

মডিউল ৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

উপমডিউল ৮

ধর্মশিক্ষা

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক

কেয়া বালা, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
মোহা: মোমিনুল হক, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
অর্চনা সাহা, ইন্সট্রাক্টর সাধারণ, পিটিআই, মানিকগঞ্জ।
শ্যামল বড়ুয়া, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, রাঙ্গামাটি।
মো: নাজমুল হুদা, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।
মিলিতা হালদার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)

মো: জয়নাল আবেদীন, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, ময়মনসিংহ
মোহাম্মদ নোমান সাঈদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, শেরপুর
মো: মুনসুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই, সিরাজগঞ্জ।

পরিমার্জনে সহযোগিতা

আফরোজা বেগম, শিক্ষা অফিসার, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ.কে.এম. রাফেজ আলম
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

ধর্মশিক্ষা তথ্যপুস্তক পরিচিতি

ধর্মশিক্ষা তথ্যপুস্তকটিতে প্রদত্ত অধিবেশনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক তথ্যপত্র দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে প্রদত্ত অধিবেশনগুলোর সাথে মিল রেখে ধারাবাহিকভাবে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে উল্লেখিত কাজ, কর্মপত্র ও সহায়ক তথ্যপত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথমে সহায়ক তথ্য নম্বর, তারপর অধিবেশন শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে।

এই তথ্যপুস্তকটি শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সময় এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় রিসোর্স বুক হিসেবে ব্যবহার করবেন। এতে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার নানামূখী পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখসহ বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার সময় যে সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হবে তা সেশনের ভিতরে বক্সে আবদ্ধ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন কর্মপত্র সম্পাদানে সহায়ক তথ্যসহ যে সকল তথ্য শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে আবশ্যক তা পৃথকভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে দক্ষ শিক্ষকরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন।

অধিবেশন সূচি

অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
সহায়ক তথ্য-০১	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম	১
সহায়ক তথ্য-০২	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-১ (ইসলাম শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম শিক্ষা)	৬
সহায়ক তথ্য-০৩	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-২ (খ্রিষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা)	৭
সহায়ক তথ্য-০৪	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা	৮
সহায়ক তথ্য-০৫	ধর্মশিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশল	১০
সহায়ক তথ্য-০৬	পাঠ পরিকল্পনাঃ ধর্মশিক্ষা	১২
সহায়ক তথ্য-০৭	ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন	১৬
সহায়ক তথ্য-০৮	মূল্যবোধ: অবক্ষয় ও উত্তরণ	২০

সহায়ক তথ্য ০১	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন;

গ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মৌলিক বিষয় এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক

ধর্ম (Religion)ঃ ধর্ম হলো একটি মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত আদর্শের দিকে পরিচালিত করে। অন্য কথায়, ধর্ম হলো একজন মানুষের নৈতিকতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত মূল্যবোধ, যা তাকে একটি নির্ধারিত নীতি, আদর্শ ও আদর্শমান অনুযায়ী পরিচালিত জীবনাচরণ অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

নৈতিকতা (Morality)ঃ সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজন ব্যক্তিকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই হলো নৈতিকতা।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস হলো প্রধানত চারটিঃ

১) ইসলাম ধর্ম ২) হিন্দু ধর্ম ৩) খ্রিষ্ট ধর্ম ৪) বৌদ্ধ ধর্ম

শিক্ষাক্রমের শিখন ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষেত্র হল মূল্যবোধ ও নৈতিকতাঃ

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।

নৈতিক গুণাবলি মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণ সাধনের সাথে জড়িত। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক গুণাবলি হলো নিজের উচ্চতর মননশীল চেতনা এবং অভ্যন্তরীন শক্তি অর্জনের জন্য হৃদয়ের তাড়না অনুসারে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের এক নিগূঢ় প্রচেষ্টা।

এছাড়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, এই বিষয়গুলি আমাদের শিক্ষাক্রমের অনুশাসন, যা সকল ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়েছে।

অংশ-খ	বিভিন্ন ধর্মের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সম্পর্ক তুলনা

কর্মপত্র - ১

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ এর আলোকে চারটি ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ছক:

প্রান্তিক যোগ্যতা		**ধর্ম বিশ্বাস**			
বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-ক্রমিক নম্বর	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়বস্তু	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মূল কথা			
		ইসলাম শিক্ষা	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা
১.	সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।				
২.	ধর্মীয় ব্যক্তিগণের (নবি, রাসুল, মহানবি (সা:) এর সাহাবি, ধর্মীয় সাধক পন্ডিত) জীবনচরিত অনুসরণ করা।				
৩.	ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, ত্যাগের মনোভাব, দেশপ্রেম, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা।				
৪.	নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।				
৫.	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা				

অংশ-গ	বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি

ধর্মীয় অনুশাসন (Religious Instruction): ধর্মীয় গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত এমন কিছু নীতিমালা যেগুলো তার অনুসারীকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্দেশিত পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করে।

কর্মপত্র - ২

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির প্রতিফলন

(পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রতিটি ঘরে শ্রেণি, অধ্যায়, বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর লিখতে বলুন)

ক্রমিক	বিবেচ্য বিষয়	ধর্ম শিক্ষা			
		ইসলাম শিক্ষা	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা
১.	নৈতিক গুণাবলি				
২.	মানবিক গুণাবলি				
৩.	আধ্যাত্মিক গুণাবলি				

ধর্মের মৌলিক শিক্ষা: নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি

ধর্মের আভিধানিক অর্থ 'সৎকর্ম' বা 'শাস্ত্রানুযায়ী আচার'। যুক্তিবাদীর মতে, 'মনুষের কর্তব্য সম্পাদনই ধর্ম।' জ্ঞানবাদির মতে, 'মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে তার নাম ধর্ম।' অন্যকথায়, যা মানবকে ধারণ করে, তাই মানবের ধর্ম।

মূল্যবোধ (Value): মূল্যবোধ হলো এমন একটি বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যা তার ভিতরকার কিছু নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাকে একটি বিশেষ আচরণ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value): ধর্মীয় মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মীয়গ্রন্থ, প্রথা ও বিশ্বাস থেকে উৎসরিত নীতিমালা। এগুলো মানুষকে ভুল ও সঠিক, ভাল ও মন্দ নিরূপণে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে যাচাই করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ একজন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে করণীয় নির্ধারণ ও অনুশীলন করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।।

যেমন: খ্রিস্ট ধর্মে আর্তের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। মূল্যবোধ অনেক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। আবার বৌদ্ধ ধর্মে জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়াকে মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value): নৈতিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এমন মানদন্ড যা একজনকে মানুষসহ সকল জীবের কল্যাণকর কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা কোন একটি মূল্যবোধকে মূল্য দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে সে অনুযায়ী আমরা আচরণ করি। মূল্যবোধসমূহের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তিকে ভুল-সঠিক, ভাল-মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্ধারণে নির্দেশনা দেয়। সততাকে আমরা একটি নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরতে পারি, কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে আমরা বলি যে সে অনৈতিক কাজ করেছে, অনুচিত কাজ করেছে।

মানবিক মূল্যবোধ (Humanitarian Value):

মানবিক মূল্যবোধ বলতে কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে বুঝায়, যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের কল্যাণকর কার্যাবলী অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের মানবিক আচরণ, ব্যবহার ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে তাই মানবিক মূল্যবোধ।

আমাদের প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সমূহের প্রত্যেকটিতে সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোতে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং বিকাশ সাধনের দিকগুলোর আলোকে পরিবার, বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, খেলার সাথী, সমাজ ও প্রথা থেকে একজন শিশু এ জাতীয় মূল্যবোধে লাভ করে। যাকে মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা যেতে পারে, যা অনুশীলনের জন্য সকল ধর্মেরই অনুশাসন রয়েছে। এ অনুশাসনগুলো মানবিক মূল্যবোধ গঠনেরও প্রধান মানদন্ড। এ মানবিক মূল্যবোধ লালিত করার ফলে সময়ের সাথে আদর্শিক, ধর্মীয় বা পবিত্র বিষয়গুলো জাগ্রত হয়। আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের ধারণার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একজন মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে ওঠে, যা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Metaphysical Value): আত্মার চেয়ে অধিক কিছু বিষয়কে মূলত আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীন সাধনচিন্তা ও উচ্চতর মননশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার সন্ধান করাটাই হলো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

১. ইসলামে আধ্যাত্মিক অনুশীলন মূলত: সালাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যার সময় নিজের সমস্ত জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে বশীভূত করে কেবল আল্লাহর উপর মনোনিবেশ করা।

২. **হিন্দুধর্মে** আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার চর্চা সাধনা নামে পরিচিত। জপ, মন্ত্র ও পূজার নীরব বা শ্রবণযোগ্য পুনরাবৃত্তি সাধারণ হিন্দু আধ্যাত্মিক অনুশীলন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মোক্ষ-জ্ঞানযোগ, ভক্তি যোগ, কর্ম যোগ ও রাজ যোগ অর্জনের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক চর্চা স্বীকৃত। একই সাথে তান্ত্রিকচর্চা হিন্দু ধর্মে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশের আরেকটি ক্ষেত্র।

৩. বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাধারণ শব্দটি হল ভাবনা। পালি শব্দ 'যোগ' বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 'আধ্যাত্মিক অনুশীলন' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্মী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, আউগাথা হল সূত্রযুক্ত প্রার্থনা যা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি প্রণাম সহ বৌদ্ধ ভক্তির কাজ শুরু করার জন্য পাঠ করা হয়। জৈন বৌদ্ধধর্মে, ধ্যান (যাকে বলা হয় জ্যাজেন), কবিতা লেখা (বিশেষ করে হাইকু), চিত্রকলা, লিপিবিদ্যা, ফুলের আয়োজন, জাপানি চা অনুষ্ঠান এবং জেন বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন বলে মনে করা হয়।

৪. **খ্রিস্টধর্মে** আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হল প্রধানত প্রার্থনা, উপবাস ও বাইবেলের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভক্তিমূলক চর্চা। এছাড়াও গির্জায় উপস্থিতি, যুকার্বাদী, যেমন সাবধানতা অবলম্বন কর প্রভুর দিন (সানডে সাব্ব্যাটারিয়ানিজম), পবিত্র ভূমিতে খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা করা, গির্জায় পরিদর্শন ও প্রার্থনা করা, প্রি-দিয়ুতে হাঁটু

গেড়ে থাকা, নিজের বাড়ির বেদীতে প্রতিদিন প্রার্থনা করা, শান্ত সময়, প্রতিফলন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নির্জনতা, অধ্যয়ন, আত্মসমর্পন ইত্যাদি ধর্মীয় আচার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই বিকশিত করে।

সহায়ক তথ্য ০২	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-১ (ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা)

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা (ইসলাম ও হিন্দুধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম ও হিন্দুধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ-খ	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্মশিক্ষা (ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা

কর্মপত্র-১

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু					
			৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি	
			ইসলাম শিক্ষা	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	ইসলাম শিক্ষা	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	ইসলাম শিক্ষা	হিন্দুধর্ম শিক্ষা
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস							
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন							
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা							
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা							
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা							

সহায়ক তথ্য ০৩	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা-২ (খ্রিষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা (খ্রিষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্ম শিক্ষা (খ্রিষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারবেন।

অংশ-খ	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে ধর্মশিক্ষা (খ্রিষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা) বিষয়ের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক পর্যালোচনা

কর্মপত্র-১

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু					
			৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি	
			খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা
১	সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস							
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন							
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা							
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা							
৫	মানুষসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা							

সহায়ক তথ্য ০৪	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্যঃ

১. শিক্ষক সহায়িকায় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. তাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে সাথে ব্যবহারিক বিষয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৪. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৫. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক সহজ থেকে কঠিন অধ্যায়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৬. নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা, মনীষীদের জীবনী, ধর্মীয় আচার-রীতি, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপালনীয় বিষয় সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে। নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

৭. শিক্ষক সহায়িকায় প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট ও ছক সন্নিবেশিত আছে।

অংশ-খ	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশল

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার কৌশলঃ

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করবেন-

১. প্রতিটি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল ও শিখন-শেখানো কার্যাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৬. সম্ভব হলে শিক্ষক পাঠের সময় সহায়িকার প্রতি পাঠে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন।

যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটি করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট হাতে-কলমে কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যেসকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ভুল ধারণা/অসম্পূণ ধারণা/প্রয়াসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- একক/দলগতকাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

৮. শিক্ষন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুর্নমূল্যায়ন করবেন।

১০. শিক্ষক পাঠদানের সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary Method) অনুসরণ করে [যেমন- শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকনদক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পাঠের সময় বিভাজনে যথাযথ পরিকল্পনা করবেন।

১৩. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য ০৫	ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারেবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

কর্মপত্র- ১

বিষয়ঃ

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক

ক্রমিক নম্বর	**ধর্মশিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু**	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু		শিক্ষক সহায়িকা		উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল
		শ্রেণি	অধ্যায়	শ্রেণি	পাঠ	
১	স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস					
২	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন					
৩	ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈমিত্তিক প্রার্থনা					
৪	নিজ ধর্মাচার ও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা					
৫	জীবসহ প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা					

অংশ-খ	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল

তথ্য ছকঃ

ক্রমিক নম্বর	দলের নাম	নির্বাচিত পাঠ	পাঠের বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	মন্তব্য

১	১ (ইসলাম)	৩য় শ্রেণি, পাঠ ৩, পৃষ্ঠা ৫৬, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে)	ওযু করার নিয়ম	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
২	২ (হিন্দু)	৫ম শ্রেণি, পাঠ ১, পৃষ্ঠা ১৬, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে)	ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	
৩	৩ (খ্রিষ্টান)	১ম শ্রেণি, ৪র্থ অধ্যায়, পাঠ-১, পৃষ্ঠা ৩৪, (শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে)	খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসব,	প্রদর্শন, আলোচনা	
৪	৪ (বৌদ্ধ)	১ম শ্রেণি, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১, (শিক্ষক সহায়িক অনুসারে ।)	নিত্যকর্ম বন্দনা	ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা	

কর্মপত্র- ২

ক্রমিক নম্বর	দলের নাম	নির্বাচিত পাঠ	পাঠের বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	মন্তব্য
১	১ (ইসলাম)				
২	২ (হিন্দু)				
৩	৩ (খ্রিষ্টান)				
৪	৪ (বৌদ্ধ)				

সহায়ক তথ্য ০৬	পরিকল্পনা: ধর্মশিক্ষা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

অংশ-খ	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও উপাদানসমূহ

নমুনা পাঠপরিকল্পনা

পরিচিতি	শিক্ষকের নাম:	বিষয়: ধর্ম শিক্ষা
	শ্রেণি: দ্বিতীয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা:
	শাখা:	উপস্থিতি:
	সময়:	তারিখ:
পাঠ	পাঠ শিরোনাম: সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ	
শিখনফল	**১.১.১** সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	
উপকরণ: পাঠের ছবি/ভিডিও, চার্ট, কার্ড।		

ধাপ	বিষয়	শিখন শেখানো কার্যক্রম	সময়
প্রস্তুতি	কুশল বিনিময় ও শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।	১০ মিনিট
	পূর্বজ্ঞান/ পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই	পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি করে ছবি (ফুল ও ফলের) প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন- ১. এটি কিসের ছবি? ২. আমরা ফুল ফল কোথা হতে পাই?	
	পাঠ ঘোষণা	অতঃপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম **সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ** ঘোষণা করবো ও বোর্ডে লিখে দিবো।	

উপস্থাপন	বিষয়বস্তু	মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতের প্রতি রয়েছে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেন। তিনি সৃষ্টিজগতকে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। আমরা মাছ-মাংস, শাকসবজি, ফল-ফলাদিসহ যেসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে বেঁচে থাকি– এ সবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তিনি আমাদের উপকারের জন্য আলো-বাতাস, পানি-মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীসহ হাজারো উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এসবই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বা দয়া। আল্লাহ তা'আলা কেবল আমাদেরই দয়া করেন না। তিনি গাছপালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তুকেও দয়া করেন। এদেরও খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন। আলো-বাতাস, মাটি ও পানি আল্লাহর দান। আল্লাহর এসব দান সবার জন্য। পানির অভাবে খাল-বিল শুকিয়ে যায়; গাছপালা মরে যায়; ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ জমা হয়; বৃষ্টি ঝরে; খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। খেত-খামার সতেজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। সোনালি ফসলে মাঠ ভরে যায়। এ সবকিছু হয় আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায়। আলো-বাতাস আমরা বানাতে পারি না; পানি, মেঘ, বৃষ্টিও আমরা বানাতে পারি না। এসব আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। আর এসব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতকে সাজিয়ে আমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী করেছেন। তাই তাঁর এ সকল অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করবো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ইবাদত অনুশীলন করবো।	৩০ মিনিট
	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন। ২. পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন, যেখানে তারা সহজে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বাইরে নেওয়া সম্ভব না হলে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে তাকিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলতে পারেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য এরপর তিনি প্রশ্ন করবেন: • তোমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতে কী কী পর্যবেক্ষণ করেছো? • সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর কী কী অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছো? ৩. উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। ৪. শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে আজকের পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন। ৫. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:	

	উপস্থাপন ও আলোচনা দলগত কাজ একক কাজ	‘আজ মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হব।’ শিক্ষক সম্ভব হলে সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে কাজটি করাবেন। ● সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ কী? উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করবেন। শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে উত্তরগুলোর তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। (শিক্ষার্থী বলবে শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। ভুল হলে তাও লিখবেন। একজন শিক্ষার্থীর উত্তর সম্পর্কে অন্য শিক্ষার্থীর মতামত নিবেন। ভুল উত্তর দিলে অথবা উত্তর দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণা আরও সুস্পষ্ট করবেন। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে ১টি করে ফল/ফুলের ছবি আঁকবে।	
	সার-সংক্ষেপ	ক্লাস পরিসমাপ্তির পূর্বে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতসহ আজকের পাঠের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।	
পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন		শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন- ১) আমরা ফুল, ফল কার অনুগ্রহে পাই? ২) ফুল, ফল ছাড়াও আরও ২ টি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের নাম বল।	**১০ মিনিট**
	পাঠ সমাপ্তি	সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।	

[বি. *দ্র.-অন্যান্য ধর্মের বিষয়েও শিক্ষক সহায়িকা অবলম্বনে অনুরূপ পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার করা যাবে।]*

অংশ-ঘ	শিক্ষক সহায়িকাতে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ উপস্থাপন অনুশীলন

পাঠ পর্যবেক্ষণ ছকঃ

শ্রেণিঃ		**বিষয়ঃ**			
পাঠের শিরোনামঃ		**শিক্ষকের নামঃ**			
ক্রমিক নম্বর	**মূল্যায়ন সূচক**	**হ্যাঁ**	**না**	**মোটামুটি**	**পর্যালোচনামূলক মতামত**
১.	পাঠ পরিকল্পনার সাথে পাঠ উপস্থাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি-না?				১.পাঠের সবল দিকসমূহ:
২.	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কি-না?				
৩.	শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাঠ শিরোনাম ঘোষণা হয়েছিল কি-না?				
৪.	যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তু সঠিক ছিল কি-না?				
৫.	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেছেন কি-না?				
৬.	বিষয়বস্তু অনুসারে উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক ছিল কি-না?				
৭.	শিক্ষকের পাঠের প্রস্তুতি যথাযথ ছিল কি-না?				
৮.	উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছিল কি-না?				
৯.	শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত কাজ সমূহ যথার্থ ছিল কিনা?				২.পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ:
১০.	যথাযথ উপকরণ নির্ধারণ ও তার ব্যবহার যথার্থ ছিল কি-না?				
১১.	একক/জোড়ায়/দলগত কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি-না?				
১২.	পাঠ উপস্থাপনে কোন প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে?				
১৩.	শিক্ষকের নিকট শিক্ষাক্রম এবং বিষয়বস্তু ধারণা স্পষ্ট ছিল কি-না?				
১৪.	শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন কি-না?				
১৫.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল কি-না?				
১৬.	শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কিনা?				
১৭.	মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন ছিল?				
১৮.	শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কি-না?				

সহায়ক তথ্য ০৭	ধর্ম ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই এর জন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস তৈরি করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন উদ্দেশ্য:

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে (২০১১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তা বিবেচনায় রেখে মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

১) শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাই: শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিখনফল কতটুকু অর্জন করেছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়।

২) নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ: শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন বিকশিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

৩) শিখন ঘাটতি নির্ণয়: ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৪) শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির পর্যালোচনা: শিক্ষকের ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন আনা।

৫) মানবিক আচরণ মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিক, মানবিক আচরণ ও মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

৬) ধর্মীয় সংস্কৃতি, জ্ঞান ও রীতিনীতি: শিক্ষার্থীর সংস্কৃতিক দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি আচরণের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়।

৭) <u>শিখন শেখানো প্রক্রিয়া উন্নয়ন:</u> মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ কৌশল ও শিক্ষকের নির্দেশনা আরও কার্যকর করা।

অংশ-খ	**ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল**

• ছক পূরণ • ছবি পর্যবেক্ষণপূর্বক বর্ণনা করা, তথ্য খুজে বের করে লিখা ও তথ্য সংযোজন করা • সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন প্রদান • সত্য-মিথ্যা নির্ণয় • তালিকাকরণ • ছক পূরণ • ধারণাচিত্র • শুন্যস্থান পূরণ • শুন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসানো	• সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন • রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন • ভূমিকাভিনয় • সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন • শেণিকরণ • পার্থক্য করণ • মাইন্ডম্যাপিং • তালিকা থেকে শ্রেণিকরণ করা • চার্ট পূরণ • আলোচনা • মিলকরণ

অংশ-গ	**ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই এর জন্য টুলস তেরি**

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস : ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। নৈতিক দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট প্রণয়ন করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো

থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে মূল্যায়ন সংরক্ষণ করবে।

গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশলঃ (নমুনা প্রশ্ন)

পর্যবেক্ষণঃ

১। প্রাকৃতিক/নৈসর্গিক দৃশ্যে আল্লাহ্‌র কী কী সৃষ্ট জীব ও বস্তু দেখেছ?

২। ছবিতে তাকবিরে তাহরিমা বা হাত তোলার দৃশ্যতে মেয়েরা কোথায় হাত বাঁধে?

৩। ছবি দেখে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীব কোনটি বল? ইত্যাদি...

নিজ ধর্মের প্রতি মনোভাবঃ

১. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল –কুরআন এর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মনোভাব প্রদর্শন করে কি-না ।

২. সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কি-না।

মানবিক গুনাবলিঃ

১. কেউ অসুস্থ হলে কী করো?

২. অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে যাও কি?

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জন্য কী করবে?

ধর্মীয় জ্ঞান, রীতিনীতিঃ

১। নিয়মিত ধর্ম চর্চা করো কি?

২। বড়োদের দেখে প্রথমেই কী করো?

৩। নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকো কি?

দায়িত্ববোধঃ

১। পিতা মাতার খেদমতে কি কি করো?

২। ধর্ম প্রচারের জন্য তুমি কী করো?

৩। বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হলে তুমি কী করো? ইত্যাদি...

সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা কাঠামোঃ

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন নির্দেশিকা ১৪.১১.২৪ খ্রি.

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মানবন্টন (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি)-২০২৪

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা,
খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট　　　পূর্ণমান: ১০০

ক্র.নং	প্রশ্নের ধরন	মূল্যায়ন সূচক	প্রশ্নের মানবণ্টন
১	বহুনির্বাচনি (সঠিক উত্তর)- ১০টি	জ্ঞান-৪টি, দক্ষতা-৪টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি	১x১০=১০
২	শূণ্যস্থান পূরণ- ৫টি	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	২x৫=১০
৩	বিকল্প নির্বাচনি (শুদ্ধ-অশুদ্ধ)- ৫টি	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	২x৫=১০
৪	মিলকরণ (৫টি): ২টি অতিরিক্ত থাকবে।	দক্ষতা	২x৫ =১০
৫	অল্প কথায় উত্তর (৫টি) ২টি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে।	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	৪x৫=২০
৬	বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৫টি) ২টি অতিরিক্ত থাকবে।	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	৮x৫=৪০

১৪/১১/২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বি. দ্র- সরকার/কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রণীত মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্য ০৮	মূল্য মূল্যবোধঃ অবক্ষয় ও উত্তরণ

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশ-ক	মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা

কোন সমাজে স্বীকৃত রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের বিরূদ্ধে সমাজের সদস্যবৃন্দ যখন কোনো কাজ করে তখন তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলা হয়। যাকে মূল্যবোধের সংকট হিসেবেও গণ্য করা হয়। আমাদের যুব-সমাজের দিকে তাকালে এই অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই। তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী এই অবক্ষয়ের কারণে নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের পথে, আসক্ত হচ্ছে মাদকে, ছিনতাই, অপহরণ, গুম, খুন, হানাহানি, আর সন্ত্রাসে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অংকুরে বিনাস করে, মূল্যবোধ আর নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সব বয়সী মানুষ আজ চলেছে ধ্বংসের পথে।

নৈতিকতা বা মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমানে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তির যেমন চাহিদা আছে, তেমনি সমাজেরও কাঙ্খিত কিছু চাহিদা আছে। প্রত্যেক সমাজে তার সদস্যদের আচরণ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি/মূল্যবোধ থাকে, তাই মূল্যবোধের সংকট তৈরি হলে সমাজ হয়ে উঠে উচ্ছৃঙ্খল, বিভ্রান্তিকর ও অস্থিতিশীল।

অংশ-খ	মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব

মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণঃ

মূল্যবোধ সংকটের নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। যেমন-

- ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব
- শিক্ষার অভাব
- বেকারত্ব
- দারিদ্র
- মাদক
- অপসংস্কৃতির প্রভাব
- দুর্নীতি

- ভোগবাদী মনোভাব ও উপভোগের সংস্কৃতি
- মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব
- আধ্যাত্মিকতার অভাব
- রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা
- মেধাবী যুবসমাজের জন্য উপযুক্ত দিকনির্দেশনার অভাব

মূল্যবোধ অবক্ষয় এর প্রভাবঃ

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষের মধ্যে আসছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। সমাজ ও পরিবারে বেজে উঠছে অস্থিরতার সুর। নষ্ট হচ্ছে পবিত্র সম্পর্কগুলো। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ সম্পর্কের এমন নির্ভেজাল জায়গাগুলোতে ফাটল ধরেছে। সাম্প্রতিক সময়ের শিশুহত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, নকলপ্রবণতা, খাদ্যে ভেজাল, নকল ওষুধ ইত্যাদি সমাজের করুণ রূপ। যথার্থ জীবন আর্দশের অভাবে পরিবারগুলো এখন ভোগবিলাস ও পরশ্রীকাতর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ধনবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন সমাজ। বর্তমান বিশ্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের অসম প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মানুষে মানুষে দূরত্ব। ব্যক্তিজীবনে কমে আসছে ধৈর্যশীলতা। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভও বিরাজ করছে মাত্রাতিরিক্ত। হতাশা বা অস্থিরতা বিরাজ করছে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে বেঁচে থাকার প্রতিটি ক্ষেত্রে। মায়া-মমতা, স্নেহ ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ পাশবিক হয়ে উঠছে। এমন কোনো অপরাধ নেই, যা সমাজে সংঘটিত হচ্ছে না। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মা-বাবা নিজ সন্তানকে, ভাই ভাইকে অবলীলায় হত্যা করছে। নিজ স্বার্থ ও অর্থ সম্পত্তির লোভে সমাজে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে হতাশা,নিঃসঙ্গতা, অবিশ্বাস আর অপ্রাপ্তিতে সমাজে আত্মহননের ঘটনাও বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে মাদকাসক্তের সংখ্যা। মাদকের অর্থ জোগাড় করতে না পেরে ছেলে খুন করছে বাবা মাকে, স্বামী খুন করছে স্ত্রীকে কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে। পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়ামমতা, আত্মার টান সবই যেন আজ স্বার্থ আর লোভের কাছে তুচ্ছ। কেবল তাই নয়, সমাজের উচ্চবিত্তের তরুণরা বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তারা জড়িয়ে পড়ছে খুন, ধর্ষণ ও মাদকাসক্তিসহ নানা অপরাধে।

মূলকথা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ দিন দিন প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া বিষন্নতা ও মাদকাসক্তি সমাজে অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের এক ধরনের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। সচেতনতা ছাড়া সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ দূর করা সম্ভব নয়। এই অস্থির, নিয়ন্ত্রণহীন বিরূপ সমাজব্যবস্থার দায় কারো একার নয়, বরং সব নাগরিকের।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বসভ্যতা। আধুনিক সভ্যতার দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে প্রচলিত নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। ক্রমশই বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয় বা সংকট। নষ্ট হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং ছিন্ন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। অস্থির হয়ে উঠছে সমগ্র সমাজব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে পরিবার-সমাজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিন্তা-চেতনায় বিরাজ করছে চরম অস্থিরতা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস প্রায় শূন্যের কোঠায়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপাদান তথা সততা, কর্তব্য, ধৈর্য, শিষ্টাচার, উদারতা, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানবীয় গুণের চর্চা বর্তমান সমাজে প্রায় অনুপস্থিত। সমাজে চলছে বিপরীত স্রোতের জোয়ার, সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে কিংবা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা দিন দিন যেন আরো সাহসী হয়ে উঠছে।

অংশ-গ	মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায়

মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায়

ক. অবক্ষয় রোধে নৈতিক শিক্ষার প্রসার

খ. মূল্যবোধের চর্চা

বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ গুলো চর্চার মাধ্যমে চলমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে । যেমন-

১. **নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা:** নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের অন্তস্থ এক শক্তি যা-
   - ভাল-মন্দ
   - ন্যায়-অন্যায়
   - উচিত-অনুচিত এর মধ্যে পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে।

২. **পারিবারিক মূল্যবোধ চর্চা:** এ ক্ষেত্রে করণীয় কার্যাবলি হল -
   - আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে,
   - প্রধান প্রধান পারিবারিক মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন করা প্রয়োজন,
   - পারিবারিক ভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে,
   - আপনার নিজস্ব মূল্যবোধ অনুশীলন করতে হবে,
   - আপনার পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মূল্যবোধগুলো ব্যবহার করতে হবে,
   - আধুনিক ও সনাতন মূল্যবোধের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে সঠিক ও ভুল কী তা আলোচনা করতে হবে,
   - মূল্যবোধ সম্পর্কে কেবলমাত্র মুখে বলা নয় বরং সেগুলোর অনুশীলন করতে হবে,
   - অন্যদের সাথে পরিবারের ভেতরে ও বাইরে সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে,
   - পারিবারিক প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে,
   - পোষা প্রাণির প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে,
   - অন্যের সহায়-সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে,
   - সকল গুরুত্বপূর্ণ মতামত ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে.

৩. **সামাজিক মূল্যবোধ চর্চা:** সামাজিক জীবনযাপন ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমাজের সদস্যদের নানা ধরনের মূল্যবোধ লালন ও অনুশীলন করতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজের সদস্যরা তাদের জীবনের পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামাজিক মূল্যবোধের সাধারণ চর্চাগুলো হচ্ছে:
   - অন্যকে আঘাত না করা এবং অসহায়ের পাশে থাকা।
   - কথা-বার্তায় সংযত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সৌজন্যবোধ বজায় রাখা।
   - স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সমাজের জন্য সময় দেওয়া ও দক্ষতা কাজে লাগানো।
   - অপরের সাথে সৎ থাকা।
   - দলগত কাজে অংশগ্রহণ করা।
   - সমতা ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

৪. **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ চর্চা:** বিভিন্ন দল, সমাজ বা সংস্কৃতির মুল্যবোধ আছে যেগুলো বেশিরভাগ তাদের সদস্যরা পারস্পরিক বিনিময় করে। যেমন-
   - আমাদের সংস্কৃতিতে সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করা,

- জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করা,
- বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, আতিথেয়তা,
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা,
- অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা,
- যে কোন বিপর্যয়ে অন্যের পাশে দাঁড়ানো,

৫. **পেশাগত মূল্যবোধ চর্চা:** পেশাগত মূল্যবোধ সাধারণত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মূল্যবোধের চর্চার প্রতিফলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এমন কিছু মুখ্য মূল্যবোধ আছে যেগুলো সচরাচর সকল পেশায় ধারণ ও চর্চা করা বাঞ্ছনীয়। যেমন-

- সততা
- দায়বদ্ধতা
- চারিত্রিক দৃঢ়তা
- সেবা দেওয়া
- পরহিতব্রত বা স্বার্থহীনতা
- সহৃদয়তা
- মানবীয় মর্যাদা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের চেষ্টা
- সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য
- সহকর্মী, শিক্ষার্থী, সেবা প্রার্থী ও কর্তৃপক্ষীয় লোকজনের সাথে প্রত্যাশিত আচরণ করা।

৬. **ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা:** মূল্যবোধ,বিশেষ করে নৈতিকমূল্যবোধের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ধর্ম। মানুষ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন যাপনে, কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কোথায় কীভাবে আচরণ করবে অর্থাৎ আমাদের কোথায় কেমন আচরণ করতে হবে ধর্ম তার দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মে যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর, উপযোগী ও কাম্য তা সেই ধর্ম থেকে জানা যায়। বিপরীত মূল্যবোধ বা নেতিবাচক মূল্যবোধকে কখনো কোন মানব ধর্মই সমর্থন করে না। ধর্ম আমাদের নিয়মের মধ্যে চলতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম সমাজে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে অবদান রাখে। ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ অর্জন করা এবং সঠিকভাবে চর্চা করা। ধর্মীয় যে সকল মূল্যবোধ আমাদেও চর্চা করা প্রয়োজন তা হল-

- স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন।
- নিয়মিত প্রার্থনা করা।
- সকল সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতিশীল থাকা।
- সৎ থাকা।
- অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
- নিজে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করি অন্যদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা।
- আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অব্যাহতভাবে শিখন ও বিকাশ সাধন করা।
- অন্যের সাথে ভদ্রোচিত সম্পর্ক বজায় রাখা।
- সমতা ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

সর্বপরি সমাজ বা রাষ্ট্রে নানা বিশ্বাসের লোক বাস করে, এদের একজনের চরিত্র অন্যজনের সঙ্গে মেলে না। তাই চলমান মূল্যবোধ সংকটাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাই সর্বাগ্রে পরিবারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারের উচিত শিশুদেরকে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া। অন্যের সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুকরণের যে চেষ্টা তা সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে। গণমাধ্যম থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে থাকি। তাই গণমাধ্যমগুলোতে এমন বিষয় প্রচার করা উচিত যেগুলো থেকে মানুষ নৈতিক শিক্ষা পাবে এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জানবে। মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে। একটি জাতির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সেই জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি ও অবস্থানকে তুলে ধরে। যে জাতি যতো বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে জাতি ততো বেশি সুসংহত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। অন্যায়-অবিচার করা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। তাই বলা যায় সংকট উত্তরণে একযোগে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে যথার্থ ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ